কার্ল মার্কস

জ্যোতির্ভূষণ দত্ত

গ্রন্থতীর্থ
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

॥ লেখকের নিবেদন ॥

কার্ল মার্কসের বিশ্বাস ছিল, যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি মানুষকে সাধারণ কল্যাণের পথে খুশি করতে পারে, বেশি সংখ্যক মানুষকে জীবনে আনন্দ দিতে পারে সেই ব্যক্তিই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী। কৈশোরের এই প্রত্যয়কে আশ্রয় করেই কার্ল মার্কস জীবনে তৃপ্ত হতে চেয়েছিলেন। এটাই ছিল তাঁর জীবনব্রত। কার্ল মার্কসের পূর্বেও অনেক প্রজ্ঞাবান সহৃদয় মানুষ সামগ্রিকভাবে সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন এবং সমাজ কল্যাণের পথ দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু মানুষের দুঃখ দুর্দশা, দারিদ্র্য ও অবমাননার সঠিক উৎস কী এবং কীভাবে তার আমূলসংস্কার করা সম্ভব সে সম্পর্কে কোনো বাস্তববাদী বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তাঁরা দিতে সক্ষম হননি। ভাববাদী বিশ্লেষণকে পরিত্যাগ করে কার্ল মার্কস মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ ও অত্যাচারের স্বরূপের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন এবং অতীতের দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিদদের চিন্তা চেতনার সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর দার্শনিক চিন্তা তত্ত্বমূলক আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। রাজনৈতিক জীবনে ও সমাজ জীবনে তার প্রয়োগের জন্য নিজেকে নিযুক্ত করেছেন এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বিজ্ঞান-সম্মত সংস্কার সাধন করেছেন। এখানেই মার্কসের প্রধান গুরুত্ব। মার্কসবাদ রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন এবং সমাজ জীবনে এগিয়ে চলার বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে

এবং সেই কারণেই তাঁর মৃত্যুর সত্তর বছরের মধ্যেই এই মতবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা এবং দর্শন ও রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে সারা দুনিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এত দ্রুত কোনো মতবাদই মানব সমাজের মধ্যে ব্যাপ্তিলাভ করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, বাস্তব জীবনে সমাজ পরিবর্তনের স্বার্থে এই মতবাদ প্রযুক্ত হয়েছে, বিভিন্ন দেশে সেটা বাস্তবায়িত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর সত্তর বছর পরেই পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মানুষ মার্কসবাদকে ভিত্তি করে সমাজের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। মার্কসের কৃতিত্ব হলো তিনি মানবসমাজের বিকাশের ধারা এবং সেই প্রসঙ্গে পুঁজিবাদের উদ্ভব, বিকাশ ও ধ্বংসের নিয়মগুলি ব্যাখ্যা ও সূত্রায়ন করেছেন। এর ভিত্তিতেই তিনি শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ এবং সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদী সমাজ গঠনের দিক্ নির্দেশ করেছেন। সমাজে শ্রেণি ও শ্রেণি সংগ্রামের অস্তিত্ব মার্কসের আবিষ্কার নয়। কিন্তু শ্রেণি সংগ্রামই যে ভবিষ্যৎ উন্নত সমাজ গঠনের অনিবার্য হাতিয়ার সেটা বুঝতে পূর্বসুরিরা সফল হননি। পূর্বসুরিদের ধারণা ছিল সমাজ কতকগুলি আকস্মিক ঘটনার অভিঘাতে এবং বিশেষ বিশেষ প্রতিভাধর ব্যক্তির ইচ্ছায় পরিবর্তিত হয়। ভি. আই. লেনিনের মতে, "এই ধারণা ও তত্ত্বের মূলে সর্বপ্রথম মারাত্মক আঘাত হানেন কার্ল মার্কস। তিনিই তুলে দেন সর্বপ্রথম আমাদের হাতে সেই চাবিকাঠি অর্থাৎ শ্রেণি সংগ্রামের তত্ত্ব, যার সাহায্যে আপাতদৃষ্টিতে যা গোলকধাঁধা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করছে যে নিয়ম, তা আমরা আবিষ্কার করতে পারি।" কার্ল মার্কস কোনো অলৌকিক ব্যক্তিত্ব নয়। দ্বন্দ্বমূলক সমাজ ভাবনা ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদই মার্কসবাদের উদ্ভবের ভিত্তি।

বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্বের সামাজিক দ্বন্দ্বসমূহ সম্পর্কে

সঠিক ও সুনির্দিষ্টভাবেই বলা যায় পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর "সাম্রাজ্যবাদের বর্তমান এই উত্তরণ পর্বে সমস্ত মৌলিক বিশ্বজোড়া সামাজিক দ্বন্দ্বগুলি বিভিন্ন মাত্রায় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তীব্রতর হবে। ধনতন্ত্রের সময় শ্রম ও পুঁজির মৌলিক দ্বন্দ্ব বর্তমান সংকট ও মন্দার পরিস্থিতিতে খুবই তীব্র হচ্ছে। আধিপত্য বজায় রাখতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদ একদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলির শাসক শ্রেণিগুলিকে নিজের প্রভাবের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ ও উন্নয়নশীল দেশগুলির জনগণের দ্বন্দ্ব তীব্রতর হচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আকারে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বও প্রতিফলিত। যদিও সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে তীব্রতর বিশ্বজোড়া শোষণের পরিস্থিতিতে সেই দ্বন্দ্ব এখন স্তিমিত (Muted)। এই উত্তরণ পর্বের কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব হিসাবে রয়ে গেছে সাম্রাজ্যবাদ বনাম সমাজতন্ত্রের দ্বন্দই। কোনো এক নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বিশ্বের ঘটনাবলির ওপর নির্ভর করে কোনো একটি দ্বন্দ্ব সামনে চলে আসতে পারে। তবে তা কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্বকে অক্ষুণ্ণ রেখেই।" এছাড়াও "সাম্প্রতিক সময়ে ধনতন্ত্রের মৌলিক দ্বন্দ্ব অর্থাৎ উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র ও ব্যক্তিগত মালিকানার দ্বন্দ্বের প্রতিফলন ঘটেছে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে বিশ্বের পরিবেশের অত্যন্ত গুরুতর অবনতি ঘটানোর প্রক্রিয়ায়। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের সময় এটা আরও তীব্র হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ ও উন্নয়নশীল দেশগুলির দ্বন্দ্ব তীব্র হওয়ার পক্ষে একটি নতুন উপাদানও গতি পেয়েছে।"

এতদ্ সত্ত্বেও বিংশ শতকের নয়ের দশক থেকে মার্কসবাদ তথা সমাজতন্ত্র গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে, তীব্র সংকটের মধ্যে পড়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পতন ঘটেছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় উন্নতিকে হাতিয়ার করে, সর্বোচ্চ মুনাফা ও সমস্ত বিশ্বব্যাপী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, ইনটারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতায়, বাজার অর্থনীতি ও নয়াবিশ্বায়নের নামে সমস্ত রকম সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং মার্কসবাদী ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ সংগঠিত করছে। পুঁজিবাদের সমর্থক তাত্ত্বিকরা এবং উল্লেখযোগ্যভাবে উত্তর আধুনিকতাবাদের বিশেষজ্ঞবৃন্দ সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত আগ্রাসন শুরু করেছে এবং প্রচার করছে যে—এক ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটেছে, মার্কসবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। শ্রেণিসংগ্রাম ও দ্বন্দ্বতত্ত্ব ভ্রান্ত এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রই একমাত্র সত্য।

কিন্তু বিগত তিন দশকের অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য কথা বলছে। এই অভিজ্ঞতার নিরিখে মানা যাচ্ছে না যে পুঁজিবাদই একমাত্র বিকল্প এবং আজকের সময়ের ভবিতব্য। বরঞ্চ প্রমাণিত হচ্ছে যে পুঁজিবাদ বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদার ক্রমবর্ধমান সমস্যা তো প্রশমিত করতে পারছেই না, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলির সংকটও কাটাতে পারছে না। মার্কিন অর্থনীতি সাব প্রাইম ক্রাইসিসের সময় অর্থাৎ ২০০৭-০৮ সাল থেকে মন্দায় আক্রান্ত। বর্তমানে সেই সংকট অব্যাহত আছে। লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'The Economist' সাপ্তাহিক পত্রিকার ২০১৩ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, এই বছর দ্বিতীয় কোয়ার্টারে জি. ডি. পি বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ১·৬ শতাংশ, আগস্ট মাসে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ২·৭ শতাংশ। ওই সময় বেকারির হার ছিল ৭·৩ শতাংশ। বাজেট ঘাটতির পরিমাণ জি. ডি. পি—র চার শতাংশ। এইপরিপ্রেক্ষিতে ওবামা প্রশাসনের সাম্প্রতিক কালের 'Shut Down'-এর সিদ্ধান্ত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মন্দা পরিস্থিতিরই সূচক। মার্কিন 'Shut Down'-এর প্রভাব আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতেও পড়তে বাধ্য এবং পড়ছেও। মার্কিন প্রশাসনে ২০১১ সালেও এই ধরনের সংকট দেখা দিয়েছিল। (সূত্র : 'মার্কিন শাট ডাউন আসলে লগ্নিবৃদ্ধির বিশ্বায়নেরই সঙ্কট'—প্রণব চট্টোপাধ্যায়।) অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বিপরীতে 'ওকুপাই ওয়ালস্ট্রিট'-এর মতো প্রতিরোধের বিশ্বায়নও গড়ে উঠছে পৃথিবীব্যাপী এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পুঁজিবাদ-এর বিকল্প অর্থনীতি গড়ে তোলারও উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এখানেই মার্কসবাদের সত্যতা। এই বিশ্ব পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদকে নতুন পরিস্থিতির উপযোগী করে বিশ্লেষণ করতেই হবে। এই নতুন উদ্যোগে মার্কসবাদের চর্চার ক্ষেত্রে যদি বর্তমান গ্রন্থটি সামান্যতম অনুঘটকের কাজ করে, কিছুটা উৎসাহ সঞ্চার করতে পারে, তাহলে গ্রন্থকার বিশেষভাবে কৃতার্থ হবে।

গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে দুজনের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করা প্রয়োজন। অগ্রজপ্রতীম শংকরীভূষণ নায়েকের নির্দেশ ও বারংবার তাগাদা এবং আমার স্ত্রী ড. নীতা সাহা কুঠিয়ালের প্রতিনিয়ত সাহচর্য ব্যতিরেকে আমার মতো স্বল্প উদ্যোগী ব্যক্তির পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থটি রচনা করা আদৌ সম্ভব হত না।

ডি. এল-১২, বিধাননগর
১৯ ডিসেম্বর, ২০১৩

জ্যোতির্ভূষণ দত্ত

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ	মার্কসের জীবনের সংক্ষিপ্ত চালচিত্র	১৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	কার্ল মার্কসের বংশ তালিকা	২৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	মার্কস যা শিখিয়েছেন	২৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	দেশে দেশে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মার্কসের অবদান	৫৩
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	মার্কস ও কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো	৭২
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	কমিউনিস্ট ইনটার ন্যাশনাল ও প্যারি কমিউন-এ মার্কসের ভূমিকা	৮৬
সপ্তম পরিচ্ছেদ	মার্কসের 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থ	১০০
অষ্টম পরিচ্ছেদ	কার্ল মার্কসের জীবনে জেনি মার্কস	১১৪
নবম পরিচ্ছেদ	বর্তমান সময়ে মার্কস ও মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা	১২৬
দশম পরিচ্ছেদ	কার্ল মার্কসের জীবনপঞ্জি	১৪৭
	তথ্যসূত্র	১৫২

প্রথম পরিচ্ছেদ
মার্কসের জীবনের সংক্ষিপ্ত চালচিত্র

মানব সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী কার্ল হাইনরিখ মার্কস ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ মে প্রুশিয়ার টিয়ার শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হার্সকেল ছিলেন আইনজীবী। মার্কসের মায়ের নাম ছিল হেনরিয়েটা মার্কস। মার্কস দম্পতি ছিলেন আর্থিক দিক থেকে সংগতিসম্পন্ন এবং জার্মানির রাইন ল্যান্ডের ইহুদি সম্প্রদায়ভুক্ত সম্মানিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোক। তাঁদের সঙ্গে রাইনল্যান্ডের খ্রিস্টান নাগরিকদের সম্পর্ক যথেষ্ট সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল, ইহুদি হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক কোনো আচরণ করা হতো না। হার্সকেলের চার পুত্র ও পাঁচ কন্যার মধ্যে মার্কস ছিলেন তৃতীয়। এক বছর বয়সে বড়ো ভাইয়ের মৃত্যু হওয়ায় মার্কসকে ঘিরে পিতামাতার আশার শেষ ছিল না। মা মার্কসকে আদর করে ডাকতেন, 'গ্লুক্‌সকিন্ট' অর্থাৎ সৌভাগ্যের প্রতীক।

মার্কসের পিতা অষ্টাদশ শতকের আলোকপ্রাপ্ত ফরাসিগুণের অধিকারী ও ভলতেয়ার, রুশোর ভাবশিষ্য এবং একই সঙ্গে ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন। তিনি পুত্রকে ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সংস্কার মুক্তির শিক্ষা দিতে সচেষ্ট ছিলেন। পুত্রের প্রতি তাঁর উপদেশ ছিল, "নৈতিকতার ভাল ভিত্তি হলো ঈশ্বরে সহজ সরল বিশ্বাস। তুমি জান আমি বিন্দুমাত্র ধর্মোন্মাদ নই। কিন্তু আগে পরে প্রত্যেক মানুষেরই এই বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে এবং জীবনে এমন একটা

মুহূর্ত আসে যখন এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সর্বশক্তিমানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে বাধ্য হতে হয়। ... আবার প্রত্যেকেরই উচিত নিউটন, লক ও লেবনিজের বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করা।"

কিশোর বয়স থেকে গবেষক মনের অধিকারী মার্কস যখন যেখানে থেকেছেন তখন সেখানকার জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে সত্যের সন্ধান করেছেন। বুর্জোয়া বিপ্লবের কেন্দ্রস্থল ফ্রান্সে থাকার সময় সেখানকার সমাজ ও রাজনৈতিক ইতিহাস তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। তিনি জেনেছিলেন ফরাসি চিন্তাবিদরা সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির অস্তিত্ব ও শ্রেণি সংগ্রাম সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু শ্রেণিসংগ্রামের গতিপ্রকৃতি ও অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কে তাঁদের ধারণা স্পষ্ট ছিল না। মার্কস অল্প বয়সেই ইংরেজ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডোর লেখা বইও পাঠের সুযোগ পেয়েছিলেন।

১৭৯৫ সালে মার্কসের জন্মভূমি রাইন-এর বাম উপকূলভাগ ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। ফলে এখানে জার্মানির অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯-১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে) প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার প্রভাব বেশি পড়েছিল। এখানে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অনেকটাই উচ্ছেদ ঘটে এবং কয়লা ও আকরিক লোহার সঞ্চয় থাকায় বৃহৎ শিল্প বিকাশের অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু নেপোলিয়ন সাম্রাজ্যের পতনের পর ১৮১৫ সালে রাইন জেলা অন্তর্ভুক্ত হয় প্রুশিয়ার সঙ্গে। সেই সময় বিভিন্নভাবে খণ্ডবিখণ্ড জার্মানির আটত্রিশটি রাষ্ট্রের মধ্যে প্রুশিয়াই ছিল সব থেকে উন্নত। কিন্তু সেখানে ছিল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, অভিজাত ভূস্বামীদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও সেই সঙ্গে পুলিশি স্বেচ্ছাচারিতা। অন্যদিকে সেখানে ইতিমধ্যে অঙ্কুরিত

হয়েছিল পুঁজিবাদী শিল্পের। আবার প্রায় অগ্রসর রাইন জেলার অর্থনৈতিক বিকাশের পথে কিছু প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এরই মধ্যে রাইন জেলায় ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব, বিশেষত জ্ঞানালোকবাদী চিন্তাচেতনার অস্তিত্বও সজীব ছিল। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে কার্ল মার্কসের পিতা ফরাসি জ্ঞানালোকবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ভলতেয়ার ও রুশো তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল।

সেই সময় প্রুশিয়ার আইন অনুযায়ী জীবন-জীবিকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইহুদিরা বঞ্চিত হচ্ছিল। মূলত সেই কারণে, আইনজীবীর বিভিন্ন ধরনের অধিকার থেকে যাতে বঞ্চিত না হতে হয় সেই উদ্দেশ্যে মার্কসের পিতা ইহুদি ধর্ম পরিত্যাগ করে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। ইহুদি থাকাকালীন তাঁর নাম ছিল হার্শেল লেভি। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে নিজের নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করেন হাইনরিখ মার্কস। মার্কসের পিতা-মাতার জীবন ছিল খুবই দুঃখের। ক্ষয়রোগে অর্থাৎ টি. বি. রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁদের পর পর চারটি সন্তানের মৃত্যু ঘটে। ওই সময় টি. বি. রোগ ছিল খুবই মারাত্মক ব্যাধি। এ রোগ যে সংসারে ঢুকত সে সংসার ধ্বংস করে দিত। পৃথিবীর বুকে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির পথ দেখাবার জন্য বেঁচে রইলেন কার্ল মার্কস। মার্কসের জননী হেনরিয়েটা জন্মেছিলেন হল্যান্ডে। বড়ো সংসারের দেখভালের কাজে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হত।

পিতা ছাড়া শৈশব ও কৈশোরে কার্ল মার্কসের জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন ব্যারণ ল্যাডভিগ ফন ভেস্ট ফালেন। তিনি ছিলেন কার্লের স্কুলের বন্ধু এডগারের পিতা। অত্যন্ত রুচিশীল, সমাজসচেতন শিক্ষিত ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর মানুষ ছিলেন তিনি, তিনি কার্লের জ্যেষ্ঠ সহোদরা সোফিয়ার বান্ধবী জেনিরও পিতা ছিলেন। এই জেনি পরবর্তীকালে কার্লের স্ত্রী হয়েছিলেন।

বারো বছর বয়সে কার্ল মার্কস ট্রিয়ারের উচ্চবিদ্যালয়ে ভরতি হন। পাঁচ বছর তিনি সেখানে অধ্যয়ন করেন। স্কুলে তিনি একজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। প্রাচীন ভাষা, জার্মান সাহিত্য, ইতিহাস এবং গণিতেও তিনি অসামান্য পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া স্কুল জীবনেই তাঁর মনে এক বিচিত্র বাসনার সৃষ্টি হয়েছিল—মানুষের সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করবেন। 'To sacrifice myself for humanity'— এ কথা তিনি লিখিতভাবে ব্যক্ত করেছিলেন স্কুল জীবনেই। ট্রিয়ারে স্কুল জীবনের শেষ পরীক্ষায় লেখা তাঁর রচনা, 'জীবিকা নির্ধারণ সম্পর্কে যুবকের ভাবনাচিন্তা'। স্কুলের এই লেখাটির মধ্যে কার্ল মার্কসের ব্যতিক্রমী বুদ্ধিসত্তা ও উন্নত নৈতিক চেতনার পরিচয় লক্ষ করা যায়। সামাজিক কর্তব্যের উন্নত চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মানবজাতির সেবার মধ্যে তিনি দেখতে পান নিজের জীবনের সার্থকতা। তিনি তাই লিখেছিলেন, "আমরা যদি এমন জীবিকা নির্বাচন করি যার আওতায় আমরা মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করতে পারি, তা হলে তার ভারে আমরা নুইয়ে পড়ব না। যেহেতু এ হল সকলের স্বার্থে আত্মোৎসর্গ; তখন নগণ্য সংকীর্ণ, স্বার্থপর আনন্দের বোধ আমাদের থাকবে না, আমাদের সুখ হবে কোটি কোটি মানুষের সম্পদ...।" মনীষী, বিপ্লবী ও সর্বহারা মানুষের মহানায়ক হিসেবে তাঁর সমগ্র জীবনই ছিল মানবজাতির মহৎ ও নিঃস্বার্থ সেবায় নিয়োজিত। গ্রিক পুরাণকাহিনির প্রমিথিউস চেয়েছিলেন ভগবানের কাছ থেকে আগুন চুরি করে মানবজাতিকে অন্ধকার, শীত ও ক্ষুধা থেকে মুক্তি দিতে। আর কার্ল মার্কস সেই মহান ব্যক্তি যিনি ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রচলিত সমস্ত দার্শনিক চিন্তা ভাবনার অপূর্ণতা তুলে ধরেন এবং মানব ইতিহাসের বাস্তববাদী ব্যাখ্যার মাধ্যমে যারা

মানুষের সভ্যতা ও অগ্রগতির প্রকৃত কারিগর অথচ যুগে যুগে বঞ্চনার ব্যাপকশিকার শ্রমজীবী সেইসব জনগণের মুক্তির পথের নিশানা নির্দেশ করে গেছেন। মানবমুক্তির এই তত্ত্বের নাম 'মার্কসবাদ'—'মার্কসবাদ' আধুনিক পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা আলোচিত বিষয়, একালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফলিত সমাজ বিজ্ঞান, এক অখণ্ড বিশ্ববীক্ষা। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর তিনটি সর্বাপেক্ষা উন্নত দার্শনিক ভাবধারাকে বিশ্লেষণ-এর মাধ্যমে মার্কস একটি মৌলিক দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি করেন। এই ভাবধারাগুলি হল—ক্লাসিক্যাল জার্মান দর্শন, গ্রেট বিটেনের রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং তৎকালীন ফ্রান্সের সমাজতন্ত্র।

স্কুলের পাঠ শেষ করে ১৮৩৫ সালের অক্টোবর মাসে মার্কস 'বন' বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশাস্ত্র বিভাগে ভরতি হলেন। এই শাস্ত্রটির প্রতি তাঁর তেমন অনুরাগ ছিল না। পিতার সন্তুষ্টির জন্য তিনি আইন পাঠ শুরু করেন। এক বছর 'বন' এ শিক্ষালাভের পর মার্কস বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন, এখানে আইন পাঠের সঙ্গে তিনি কবিতা পাঠে ও কবিতা রচনায় বিশেষ আগ্রহশীল হয়ে ওঠেন। এখানে তিনি ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রের পাঠও গ্রহণ করেন। ১৮৪১ সালে মার্কসের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হলে 'এপিকিউরাস'-এর দর্শন সম্বন্ধে একটি 'থিসিস' রচনা করেন। এই সময়ে মার্কস হেগেলের মতবাদের প্রতি অনুরক্ত হন এবং 'বামপন্থী হেগেলীয়' চক্রের সদস্য হয়েছিলেন। হেগেলের কাছে পাঠ গ্রহণের তীব্র বাসনা মার্কসের ছিল। কিন্তু সে সুযোগ তাঁর হয়নি। ১৮৪১ সালে মার্কস বার্লিন থেকে এলেন 'জেনা'তে এবং এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দর্শন শাস্ত্রে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষে মার্কস 'বন'-এ এলেন অধ্যাপক